কনক প্রোডাকসন্সের

কনক মুখার্জি
পরিচালিত

আশায় বাঁধিনু ঘর

চণ্ডীমাতা ফিল্মস
পরিবেশিত

কনক প্রোডাক্‌সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
নিবেদিত

আশায় বাঁধিনু ঘর

কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ, প্রযোজনা ও পরিচালনা : কনক মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীত : ভি, বালসারা

কলাকুশলী

আলোকচিত্র শিল্পী :	দেওজীভাই	শিল্প-নির্দেশ :	বিজয় বসু
আলোকচিত্র গ্রহণ :	দিব্যেন্দু ঘোষ	গীতি-রচনা :	গৌরী প্রসন্ন মজুমদার
সম্পাদনা :	অমিয় মুখোঃ	কর্ম্ম-সচিব :	পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী
শব্দগ্রহণ :	বাণী দত্ত		
সঙ্গীতগ্রহণ :	সত্যেন চট্টোপাধ্যায়	প্রধান সহকারী পরিচালক :	বিশু ব্রহ্ম
শব্দ পুণঃযোজনা :	শ্যামসুন্দর ঘোষ	প্রচার পরিচালনা :	ফণীন্দ্র পাল

—সহকারীগণ—

পরিচালনায় : দিলীপ নন্দী ● নৃত্য পরিকল্পনা : সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ● রূপসজ্জা : অক্ষয় দাস ● সঙ্গীত : রবীন সরকার, চিত্ত মুখোপাধ্যায় ● সম্পাদনা : অনিত মুখোপাধ্যায়, শক্তি রায় ● পরিচয়-লিখন : রতন বরাট ● পটশিল্প : নবকুমার চট্টোপাধ্যায়, বলরাম কয়াল ● সেট-নির্ম্মান : ননী মণ্ডল, সুনীল দাস ● আলোকনিয়ন্ত্রণ : হরেণ গাঙ্গুলী, অভিমন্যু ● ধুনিরাম ● সুধীর ● সুনীল ● অবনী ● সন্তোষ।

—ভূমিকায়—

সন্ধ্যারাণী, অসিতবরণ, বিশ্বজিৎ, রঞ্জনা, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, তরুণকুমার, গীতা দে, হরিধন মুখোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ, পূর্ণেন্দু, সন্তোষ, ভবানী, অলক, রথীন, শিবু, নির্মল, ঠাকুরদাস, লাবণ্য, চিত্রিতা, ইরা, বাবুয়া, স্নিগ্ধা ও কুণাল মুখোপাধ্যায়।

—নেপথ্য সঙ্গীতে—

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় : গীতা দাস।

—কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

দীপচাঁদ কাংকরিয়া ● মাষ্টারমশাই ● পরশমল কাংকরিয়া ● শিশির কুমার মল্লিক সর্দারমল কাংকরিয়া ● নরেন বসু ● দেওজীভাই ● আর. বি. মেহতা ● ফনী মৌলিক মাখনলাল সুরানা ● এইচ. এস. সি. মেহতা ● ষ্ট্যাণ্ডার্ড মেডিকেল হল (সথের বাজার)

ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে গৃহীত ও ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারীতে পরিস্ফুটিত

একমাত্র পরিবেশক—চণ্ডীমাতা ফিল্মস্ প্রাইভেট লিঃ

মুদ্রণে : জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩।

কাহিনী

ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা..... যমদুয়ারে কাঁটা দেবার সেই পুরোণ মন্ত্রটা সতীর কণ্ঠে শোনা যায়। সে তার দেওর সুবুর কপালে ফোঁটা দিল এক কিশোর মনের আব্দারের দাবী মেটাতে।

সুবু তার বিস্মৃত অতীতে মা-বাপ হারিয়েছে। এ সংসারে আপন বলতে জানে শুধু তার দাদা ভোলানাথ আর বৌদি সতীকে। ভোলানাথ আজ ঠাকুর পুকুরের জমিদারের সেরেস্তায় সামান্য বেতনের গোমস্তা অথচ এই তালুকের তারাই একদিন মালিক ছিল।

সূর্য্যাস্ত আইনের সুযোগে ব্যাবসাদার মহেশ চৌধুরী, এই জমিদারী ব্রিটিশ সরকারের কাছে নীলাম ডেকে কিনেছিলেন শুধু আভিজাত্য অর্জনের দুর্লভ আশায়। এ সংসারে বিপত্নীক মহেশ চৌধুরীর, শিশুকন্যা রাণী আর বিধবা ভগ্নী সৌদামিনী ছাড়া আর কেউ ছিলনা। সৌদামিনী বারবার দাদাকে সাবধান করে বলতো পয়সা দিয়ে পৃথিবী কেনা যায় কিন্তু আভিজাত্য.....সৌদামিনীকে থামিয়ে দিয়ে মহেশ মনের দৃঢ়তায় বলতেন, আভিজাত্য আমি কিনবোই।

তালুকের দেখাশোনার দায়ীত্ব ছিল দেওয়ান রঘুনাথ ঘোষালের ওপর। ভোলানাথের স্বর্গগত বাবার অধীনে তিনি কাজ করতেন। সৎ, ধার্মিক এবং প্রভুভক্ত দেওয়ানজী আজও ভোলানাথের পরিবারের সঙ্গে তার স্নেহের সম্পর্কটুকু পুরোপুরি বজায় রেখে-ছেন এবং তাঁরই অনুরোধে ভোলানাথ এই সেরেস্তায় সামান্য বেতনের নগন্য এক কর্মচারী পদে নিজেকে খাপ খাওয়াবার চেষ্টা করছে।

ভোলানাথ আর সতীর স্বপ্ন তাদের সুবু বড় হবে, মানুষ হবে, লেখা-পড়া শিখে দশজনের একজন হবে। এই স্বপ্নের মাশুলের জোগান দিতে কম খরচ হয় না। মাইনে যা পায় তাতে সবদিক বজায় থাকে না বলেই গ্রামের সুদখোর মহাজন বৃন্দাবন গোঁসাইয়ের কাছে ভোলানাথের জমি ও কুঁড়ে খানা বাধা পড়ে। দেনা দিন দিন বাড়তে থাকে। ভোলানাথের পরম সুহৃদ পণ্ডিত বারণ করে ধার-দেনা বাড়াতে কিন্তু অভাব সে বারণের বাঁধ ভেঙ্গে দেয়।

সুবু বড় হয়। গ্রামের লেখাপড়ার পালা শেষ করে সহরে যেতে চায়। ভোলানাথের সামর্থ্যে কুলোয় না তবু সে হাতাশ হয় না, দিনরাত টাকার চেষ্টায় ঘুরে বেড়ায়। মহেশ চৌধুরী এমনি একটা সুযোগেরই প্রতীক্ষা করছিলেন। মুখোজ্যেদের তালুক কিনে যে আভিজাত্য তিনি পাননি তাই পাবার নেশায় বোধহয়, মুখোজ্যেদের একজনকে

ক্রয় করতে চাইলেন। সুবুর লেখাপড়ার, তাকে মানুষ করবার সব দায়ীত্ব নিতে চাইলেন শুধু এক সর্ত্তে। সুবুর সঙ্গে তার মেয়ে রাণীর বিয়ে দেবেন বিবাহের পর ভোলানাথের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকবে না এবং ভোলানাথ পাবে নগদ দশহাজার টাকা। ভোলানাথ প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে সতীর অনুরোধে মায়ের মৃত্যু শিয়রে সুবুর সবভার নেওয়ার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করে মহেশ চৌধুরীর প্রস্তাবে সম্মত হ'তে বাধ্য হ'ল। কুঁড়ে ঘরের প্রদীপ নিভলো. দম্‌কা বাতাসে আর প্রাসাদের প্রদীপমালার শিখায় জাগলো বিজয়ের, বিবাহের নৃত্যছন্দ।

গ্রামের ঘরে ঘরে সুরু হোল কানাকানি, মানুষের জিভ সাপের চেয়ে বিষাক্ত হয়ে উঠলো, নিন্দার বিষ ঝরতে লাগলো অবিরাম ধারায়।

সবার মুখেই এককথা "ভোলানাথ দশ হাজার টাকা নিয়ে ভাই বেচেছে।" পণ্ডিত অবিশ্বাস করেছে, সতী, সুবু সবাই জানতে চেয়েছে— টাকাটা কি সত্যি ভোলানাথ নিয়েছে ? ভোলানাথ জবাব দেয়নি।

মনের পৃথিবী ভরে উঠেছে ভুলের ফসলে। সুবু লেখাপড়ার অজুহাতে সহরে গেছে। ভেবেছে কোন দিন ফিরবো না এ মানুষ বেচার হাটে।

সতী মনের ব্যথা লুকোতে বুকের ব্যাধিকে জানিয়েছে নিমন্ত্রণ।

সুবুর নব পরিনীতা বধূ রাণীর মন ভরে গেছে স্বামীকে কাছে পাবার বিফল কামনায়।

মহেশ চৌধুরী তার ভূলের বোঝা বওয়ার ক্লান্তিতে, শ্রান্তদেহে রাতের অনিদ্র পদচারনায় তার ভুলের, তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত বুঝি সম্পূর্ণ করতে চাইছেন।

সবারই এক আশা—সুবুকে কাছে চাই।—এই আশা কি ঘর বাঁধবার সফলতায় ভরে উঠবে ???

—

সঙ্গীত

(১)

ওরে মন, কোন দেশেতে হয়রে এমন,
ভাইরে কপালে ফোঁটা দিয়ে
যমদুয়ারে দেয়রে কাঁটা মন
ও তার স্নেহময়ী বোন।

আহা দেখে যে চক্ষু জুরায়
এমন স্নেহ এমন প্রীতি কে কবে
দেখেছে কোথায়।

দু'চোখ আমার ধন্যি হ'ল
দেখে ভাই-বোনের এই মধুর মিলন।

ধরনী বোনটি যে ঐ আকাশ ভাইটির কপালটাকে
সূর্য্য চন্দনে দেয় গো ফোঁটা
ভাই ফোঁটার এই পুন্য প্রাতে।
আহা বুকভরা এই ভাইয়ের স্নেহ,
ভগ্নি ছাড়া এমন করে বোঝে না গো
আরতো কেহ।
ব্যাকুল পরাণ দিন যে গোণে,
আসবে কবে এই যে শুভলগন।

(২)

বঁধুর মুখে মধু দিয়ে মধুর মধুর কও কথা
কানেতে তার মধু দিয়ে, প্রাণের মধু দাও ঢেলে
ওগো লজ্জাবতী লতা।
কড়ি খেলায় কে জেতে আর কেবা হারে দেখি,
তোমার মন পোড়ানো পিরীতি গো,
আসল না সে মেকি, বিচার করে দেখি।
শুধু ওলি প্রাণের রসকলি ফোঁটার আকুলতা
ওগো লজ্জাবতী লতা।
ঘোমটা দিয়ে ঐ লাজুক বড় সোনার ও মুখ ঢাকে
বাঁকা চাঁদে একটু ওকি যেন মেঘের ফাঁকে
বুঝি বাজে প্রাণের আরো কাছে, পাওয়ার চপলতা,
ওগো লজ্জাবতী লতা॥

(৩)

আঁখি ওতো আঁখি নয়, বাঁকা ছুরিগো,
কে জানে সে কার মন করে চুরি গো।
আপনি পুরে পোড়ায় এ প্রাণ
তারই যে নাম পীরিতি।
ধরা দিয়ে দেয় না ধরা
হায়রে এ তার কিরীতি।
না ফুটেই যায় শুকিয়ে
ফাগুনের ফুলের কুড়ি গো।
মালায় বেধে যদি ভাবি দেব না আর পালাতে
কাছে পেয়ে মরি যে তার ছলনারই জ্বালাতে।
একটু জ্বলে যায় যে নিভে, ফাগুনের ফুলের কুড়ি গো।
কে জানে সে কার মন করে চুড়ি গো॥

(৪)

বাইরে আমার যা দেখো গো
সবটুকু তার অভিনয়,
আসল সোনা হারিয়ে অঙ্গ
সে কি সোনায় ভরে রয়।
আমার মনের চোখে শ্রাবণ কাঁদে
বাহির চোখে ফাগুন গো
আমার মন জ্বালাতে জ্বলে যেন,
রূপেরই এই আগুন গো।
আমি ধূপেরই সেই আগুন গো।
আমার হাতেরই এই ফুলের মালা
কাঁটারই সে জ্বালা বয়।
চলে প্রেমের হাটে রূপ বিকিয়ে আমার বেচা-কেনা
জগৎটারে চিনে আমি, নইতো কারো চেনা।
ভোগের বাসর সাজিয়ে হাসি
ধার করা এই মুখে গো
তৃষিত এক জননী সে কাঁদে আমার বুকে গো।
শুধু স্বান্তনা মোর আমার ভিটের মাটিতে
মার পুজো হয়,
আসল সোনা হারিরে অঙ্গ মেকি
সোনায় ভরে রয়।

সুচিত্রা উত্তম অভিনীত

চিত্রপ্রযোজকের

বিপাশা

পরিচালনা
অগ্রদূত

সুর
রবীন চট্টোপাধ্যায়

কাহিনী
তারাশঙ্কর

অগ্রগামী প্রযোজিত ও পরিচালিত

রবীন্দ্রনাথের

কাহিনী অবলম্বনে

উত্তমকুমার অভিনীত

নিশীথে

সুর · সুধীন দাশগুপ্ত

চণ্ডীমাতা ফিল্মস পরিবেশিত

আগামী ছবি